দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 07 JUN 2008
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

হারিয়ে যাচ্ছে বাল্যশিক্ষা বই

শিক্ষক সংকটে শিশুশ্রেণী বন্ধ

সৌমিত্র চক্রবর্তী, সীতাকুণ্ড থেকে : পাখি সব করে রব, রাতি পোহাইল কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল। রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে, শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে। অথবা ঘোড়ায় চড়িল আছাড় খাইল, আবার চড়িল উঠিয়া দৌড়িল।– পংক্তিগুলো শুনলে চোখ বুজে অনেকেই বলতে পারবেন শব্দগুলো "বাল্যশিক্ষা" বই থেকে শেখা। শুধু বলতে পৃঃ ২১ কঃ ৬

হারিয়ে যাচ্ছে বাল্যশিক্ষা বই

১২-এর পৃষ্ঠার পর

পারা নয়, অনেক মানুষের কাছে উক্ত পংক্তিগুলো নিষ্পাপ শিশুকালের মধুর স্মৃতি। কিন্তু কথায় আছে সময় সবকিছু বদলে দেয়। বদলে গেছে শিশুশ্রেণীতে মা-বাবা কিংবা শিক্ষক-শিক্ষিকার মুখে মিলিয়ে বাল্যশিক্ষা পড়ার দিনও। তাইতো রামসুন্দর বসাকের লেখা সেই আদি বাল্যশিক্ষা বই খুঁজে পেতে ছুটে যেতে হয় বিভাগীয় পাবলিক লাইব্রেরীতে।

জানা গেছে, বিভিন্ন দাতা সংস্থার আর্থিক অনুদানে নির্মিত সাইক্লোন সেন্টারগুলোতে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করায় শিক্ষার সুন্দর পরিবেশ গড়ে উঠলেও কেবল শিক্ষক সংকটের কারণে অধিকাংশ বিদ্যালয়েই আজকাল শিশুশ্রেণী পড়ানো হয় না। আর শিশুশ্রেণী না থাকায় অভিভাবকগণ শিশুশ্রেণীতে ভর্তি উপযোগী শিশুটিকে প্রথম শ্রেণীতে (ক্লাস ওয়ান) ভর্তি করান। ফলে কচি মেধা নিয়ে কোমলমতি শিশুরা প্রথম শ্রেণীর পাঠের পাশাপাশি শিশুশ্রেণীতে পড়ার উপযুক্ত পাঠগুলো অধ্যয়ন করতে বাধ্য হয়। যা এই বয়সী শিশুদের জন্য অতিরিক্ত চাপ বলে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন শিক্ষক জানান। শিক্ষকরা আরো জানান, এক সময় প্রায় সকল বিদ্যালয়ে বা ঘরে শিশুদের রামসুন্দর বসাকের লেখা যে বাল্যশিক্ষা বইটি পড়ানো হত তাতে শিশুরা প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হবার আগে বর্ণ পরিচয়, আ-কার, ই-কার, ফলার ব্যবহার, যুক্তবর্ণ প্রভৃতি সহজভাবে শিখতে পারত। কিন্তু বর্তমানে বিদ্যালয়গুলোতে শিশু শ্রেণী উঠে যাওয়ায় কদর কমে গেছে বাল্যশিক্ষারও। এদিকে শিশুশ্রেণী বিলুপ্তি ও বাল্যশিক্ষা পাঠ সম্পর্কে বলতে গিয়ে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা কিশলয় চক্রবর্তী ইনকিলাবকে বলেন, বর্তমানে শিক্ষক সংকটের কারণে অনেক বিদ্যালয়ে শিশুশ্রেণী পড়ানো হয় না। যে সব বিদ্যালয়ে শিক্ষক পর্যাপ্ত আছে সেখানে এখনো শিশুশ্রেণী পড়ানো হয়। আর শিশু শিক্ষার জন্য বাল্যশিক্ষার বইটি ভালো ছিল। এখনো এই বইটির আদলে বহুর ছবি সহকারে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ানো হয়। আর শিশুশ্রেণী পুনরায় চালু করার ব্যাপারে সরকার সচেষ্ট। শিক্ষক সংকট কিছুটা দূর করা গেলে অদূর ভবিষ্যতেই পুনরায় প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিশুশ্রেণী স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে চালু হবে। হয়-তো সিলেবাসে আবার অর্ন্তভুক্ত হতে পারে বাল্যশিক্ষার মত হারিয়ে যেতে থাকা বইগুলো।